যুগান্তর

তারিখ 18 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বাড়ছে একুশে বইমেলার পরিধি

প্রকাশকরা চাচ্ছেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

মুশতাক আহমদ

প্রথমবারের মতো বাংলা একাডেমির মূল অঙ্গনের বাইরে চলে যাচ্ছে অমর একুশে বইমেলা। এখন পর্যন্ত একাডেমি সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজনের চেষ্টা চলছে। শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত এমনই গুঞ্জন শোনা গেছে। তবে এ পর্যন্ত এই মেলার আয়োজক সংস্থা বাংলা একাডেমি টিএসসি দোয়েল চত্বরে আয়োজনের ব্যাপারে আগ্রহী। শেষ পর্যন্ত বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলার পরিধি বাড়ানো হচ্ছে। বাংলা একাডেমির মূল অঙ্গনসহ বাইরের কিছু অংশ নিয়ে থাকবে এবারের বইমেলা। একাডেমির বাইরের রাস্তায় দেশের প্রধান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেগুলো একাধিক ইউনিট নিয়ে থাকে তাদের বসানো হবে। তবে এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রকাশকরা এখন পর্যন্ত একমত নন। তারা গোটা মেলাই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নেয়ার পক্ষে। এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার শেষ বিকালে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এবং সচিব রনজিত কুমার বিশ্বাস এবং বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়া হয় প্রকাশকদের পক্ষে।

গত বছর বইমেলা উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা একাডেমির বাইরে বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্থানান্তরের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। সেই থেকে মেলাটি বাংলা একাডেমির চার দেয়ালের বাইরে নেয়ার পক্ষে জোরালোভাবে আলোচনা শুরু হয়। প্রকাশকরা এ বিষয়টি ভিত্তি ধরেই এগোচ্ছেন। পরিধি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

পরিধি : বইমেলার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিগত কয়েক বছর ধরে এ নিয়ে বিশিষ্ট লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও প্রকাশকরাও মতামত জানিয়ে আসছিলেন।

বুধবার বিকালে অনুষ্ঠিত মেলা কমিটির প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে কিছু স্টল বাংলা একাডেমির বাইরের রাস্তায় নেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। এ ব্যাপারে এর আগে প্রকাশকদের পক্ষ থেকেও বাংলা একাডেমিকে লিখিত প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছিল। জানা গেছে, বুধবারের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বড় প্রকাশক— যারা দুই ও তিন ইউনিটের স্টলপ্রত্যাশী তারা একাডেমির বাইরে টিএসসি-দোয়েল চত্বর সড়কে স্টল বরাদ্দ পাবেন। ছোট প্রকাশক— যারা এক ইউনিটের স্টল বরাদ্দ পাবেন তাদের স্থান হবে একাডেমি প্রাঙ্গণের মধ্যেই। একই সঙ্গে একাডেমি প্রাঙ্গণে এক ইউনিটের স্টলের পাশাপাশি সরকারি-স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন সংস্থা, এনজিও ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যাদের প্রকাশনা রয়েছে তাদের স্টল থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে প্রবাসী লেখকদের জন্য বাংলা একাডেমি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি স্টলও।

তবে এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে পুরোপুরি একমত নয় বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি। সংগঠনের সভাপতি ওসমান গনি বৃহস্পতিবার বিকালে যুগান্তরকে বলেন, তারা চেয়েছিলেন শুধু সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত এবং এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া আর সবধরনের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের স্টলই থাকবে বাইরে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সবধরনের স্টল বাইরের রাস্তায় দেয়ার জন্য তারা প্রস্তাব করেছেন ঠিকই। কিন্তু জায়গা না হলে তা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নেয়াই ভালো হবে। এই প্রচেষ্টা তারা এখনও চালাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তারা সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়েও যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলা একাডেমিকে নতুন করে চিঠিও দিয়েছেন তারা। তিনি জানান, এখনও যে সময় রয়েছে, তাতে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুযায়ী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই মেলা আয়োজন সম্ভব।

এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমির উপ-পরিচালক ও মেলা কমিটির সদস্য মুর্শিদুদ্দিন আনোয়ার বলেন, প্রকাশকদের প্রস্তাব অনুযায়ীই মেলা আয়োজক কমিটির সভায় বাংলা একাডেমি-সংলগ্ন রাস্তায় পরিধি বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত হতে পারে, প্রকাশকরা সে চেষ্টা করতেও পারেন, তবে সেটা মেলা কমিটিতেই ফের আলোচনা হতে হবে। এখন আর সে ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় নেই বলেও মনে করেন তিনি। কেননা, ইতিমধ্যে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। বুধবারের বৈঠকে মেলা পরিচালনা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ওই বৈঠকে এবারের মেলায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদনকারী ৩২০টি প্রকাশনা সংস্থার ব্যাপারে আলোচনা হয়। এরই ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার বাছাইকৃতদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। ৩২০টির মধ্যে ২৬২টি প্রতিষ্ঠানকে স্টল দেয়া হয়েছে। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী ১৩১টি প্রতিষ্ঠান পেয়েছে ১ ইউনিট, ২ ইউনিটের স্টল পেয়েছে ৮৩টি এবং ৩ ইউনিটের স্টল পেয়েছে ৪৮টি প্রতিষ্ঠান। এসবের মধ্যে ১৩১টি প্রতিষ্ঠানের স্টল বসবে বাংলা একাডেমির মূল অঙ্গনে। এদের নিয়েই স্টল বরাদ্দের লটারি সামনের সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে শুক্রবার তাদের চূড়ান্ত আবেদনপত্র দেয়া শুরু হয়েছে, যার ভিত্তিতে তারা স্টল ভাড়া ব্যাংকের মাধ্যমে জমা দেবে। এরপর ২৫ জানুয়ারি বাছাইকৃত প্রকাশনা সংস্থাগুলোকে স্টল (জায়গা) বুঝিয়ে দেয়া হবে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, একাডেমির ভেতরে গতবারের অগ্নিকাণ্ডের স্থান ও ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউসের ৫০ থেকে ৬০ গজের ভেতরে কোনো স্টল বরাদ্দ দেয়া হবে না। সেই সঙ্গে নতুন বিক্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কারণেও অনেকখানি স্থান সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এসব কারণে মেলার কিছু অংশ একাডেমির পার্শ্ববর্তী রাস্তা অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টিভবন থেকে আণবিক শক্তি কমিশনের দেয়াল ঘেঁষে স্টল দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরপর প্রকাশকদের দুই সংগঠন বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি এবং পুস্তক বিক্রেতা সমিতি যৌথভাবে একাডেমির কাছে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্রকাশনা সংস্থাকে প্রাঙ্গণের বাইরে স্টল দেয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু স্থান সংকুলান না হওয়ায় ভেতরে ও বাইরে স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, একাডেমির ভেতরে সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত, গণমাধ্যম ও বিভিন্ন সংগঠনের স্টল থাকবে। আগের জায়গাতে অর্থাৎ বহেড়া তলায় থাকছে লিটলম্যাগ কর্নার। নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের জন্য নজরুল মঞ্চটিও এবার ব্যবহার করা হবে। তবে এবার লেখককুঞ্জ থাকবে কিনা তা এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। একাডেমি প্রাঙ্গণে যথারীতি থাকছে মিডিয়া কর্নার। এবারের মেলাটি উৎসর্গ করা হবে সদ্যপ্রয়াত সাবেক বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের স্মৃতি উদ্দেশে। যদিও এর আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল মেলাটি উৎসর্গ করা হবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অন্যতম রূপকার রফিকুল ইসলামের স্মরণে। তবে তার নামে মেলার একটি অংশ নামকরণ করা হবে। একাডেমি সূত্রে জানা যায়, এবারের মেলায় প্রকাশকদের দীর্ঘদিনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চার ইউনিটের স্টল থাকছে। চার ইউনিটের স্টল কারা পাবেন সে বিষয়ে প্রকাশকদের দুই সংগঠন সিদ্ধান্ত নেবে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির নেতা ও অন্যপ্রকাশের প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম বলেন, দিন দিন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও তাদের বইয়ের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সে হারে মেলার জায়গা বাড়েনি। তাই দীর্ঘদিনের দাবি ছিল আমাদের ইউনিট বৃদ্ধি করার। এবার যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাকে আমি সাধুবাদ জানাই। একাডেমিকে ধন্যবাদ জানাই, এবার তারা সব সিদ্ধান্ত প্রকাশকদের সঙ্গে করে নিচ্ছে। এদিকে বৃহস্পতিবার মেলায় অংশগ্রহণের অনুমতি পাওয়া প্রকাশনা সংস্থাগুলোর মধ্যে আবেদনপত্র বিতরণ করা হবে। ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত তা সংগ্রহ ও জমা নেয়া হবে। এরপর ২৯ জানুয়ারি বিকালে স্টল বরাদ্দের লটারি অনুষ্ঠিত হবে। পরদিন বাছাইকৃত প্রকাশনা সংস্থাগুলোকে স্টল বুঝিয়ে দেবে একাডেমি। ৩১ জানুয়ারি বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে মেলার সংবাদ সম্মেলন।